ভোরের শুকতারা

পেরু

আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আন্দিজ পাহাড়। যেন গোটা দেশটা শাসন করছে সে। সেই পাহাড়ের মাথায় একটা গুহা। সেখানে বাস করে বিশাল একটা ঈগল। এত বিশাল তার চেহারা, যে ভয়ে শিউরে উঠতে হয় দেখলে। সে যখন ডানা মেলে দেয়, পাহাড়ের গোটা মাথাটাই যেন ঢাকা পড়ে যায় তার ছায়ায়। তাই নিয়ে ভারি গুমোর তার। নিজেকে গোটা পেরুর রাজা মনে করে সে।

সেই পাখির গুহায় থাকে একটি মেয়ে। ভারি অভাগিনী সে। এক গরিব মেষপালকের বাড়ি থেকে তাকে ছোঁ মেরে তুলে এনেছিল রাজ-পাখিটা। গুহাটা যেমন নির্জন, তেমনি অন্ধকার।

আর ভারি বোঁটকা গন্ধ তার ভিতরে। সেখানেই আজ কতদিন আটকে আছে সে।

মনে ভারি কষ্ট বেচারি মেয়েটার। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। রাক্ষসের খিদে পাখিটার পেটে। কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার বানাতে হয় তার জন্য। খানিক নীচে এক পাহাড়ি নদী। জল আনতে হয় সেখান থেকে। ঘরদোর সাফসুতরো করতে হয়। বুনো উটের বড় বড় চামড়া নিয়ে আসে পাখিটা। সেসব দিয়ে বিছানা বানাতে হয় তার। কাজের যেন শেষ নেই।

পাখিটা বেরিয়ে গেলে কাঁদতে বসে বেচারা। কবে ফিরে যেতে পারবে তার নিজের গ্রামে। বিশেষ করে বাবার জন্য ভারি মনখারাপ হয় মেয়েটার। কোনোদিন কি আর বেরুতে পারবে না সে এখান থেকে? কান্নায় বুক ফেটে যায় তার।

নির্জন পাহাড়ের এই উঁচুতে কেউ নেই কোথাও। শুধু শোঁ-শোঁ বাতাস বয় দিনরাত। এখানে কে শুনবে তার কান্না? তবে শোনে একজন। গুহার খানিক নীচে একটা পাহাড়ি নদী। তিরতির করে বয়ে চলেছে। সেখানে থাকে একটা ছোট্ট ব্যাঙ। সে শোনে মেয়েটার কান্না। আসলে সেই ব্যাঙের মনেও ভারি দুঃখ। সে বেচারির সামনের ডান পা-টা বেখাপ্পা রকমের বড়। বাঁদিকের পায়ের একেবারে দ্বিগুণ। ল্যাংড়া বলে তাকে খ্যাপাত তার ভাইবোনেরা। মনের দুঃখে তাই এখানে এত দূরে চলে এসেছে সে। একা একা থাকে। গুহাটার সব শব্দ কানে আসে তার। ভারি কষ্ট হয় তার মেয়েটার জন্য।

একদিন ভরপেট খেয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে পাখিটা। মেয়েটা বলল—"আমি একটু নদীর ঘাটে যাব।"

"কেন? জল আনিসনি সকালে?"—বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল পাখিটা।

মেয়েটা বলল—"জল নয়, কাপড়গুলো কেচে আনব। ভারি নোংরা হয়েছে।"

পাখিটা বলল—"বোকা পেয়েছিস আমাকে? নদীতে যাওয়ার নাম করে পালিয়ে যাওয়ার মতলব? ওসব ফন্দি খাটবে না।"

মেয়েটা সাহস করে বলল—"কী করে পালাব? কাপড় কাচবার শব্দ তো শোনা যাবে এখান থেকে। তাতেই মালুম হবে, আমি কাজ করছি কিনা।"

"এটা অবশ্য ঠিক বলেছিস। ঠিক আছে, যা। দেরি করবি না যেন।"—পাখিটা বলল—"তবে শোন, শব্দ থেমে গেলেও যদি না আসিস, তখন আমাকে যেতে হবে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব একেবারে। আমার নখের ধার দেশ-শুদ্দু সবাই জানে।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নদীর ঘাটে নেমে এল মেয়েটা। তার একটা নাম ছিল—শুকতারা। বাবা আদর করে ডাকত শুকু। এখানে কোনো মানুষই নেই। কে তাকে ডাকবে? নিজের নামটাই ভুলতে বসেছে সে। পাথরে আছড়ে কাপড় কাচছে, আর কেঁদে চলেছে নিজের মনে।

"অমন করে কেঁদোনা গো, মেয়ে।"

যেন নদীর জলে ভাসতে ভাসতে উঠে এল কথাগুলো। কে বলল? এদিক ওদিক তাকাতে লাগল অবাক হয়ে। বুঝতে পারল না কিছু। সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে এল ব্যাঙটা। বলল —"কেঁদে কোনো লাভ নেই, বাছা। তার চেয়ে পালাও এখান থেকে।"

মেয়েটা বলল—"কী করে পালাব? কাপড় আছড়াবার শব্দ থেমে গেলেই, ছুটে আসবে শয়তানটা। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে আমাকে।" কথা বলছে সে, কিন্তু হাত থেমে নেই তার। কাপড় কেচেই চলেছে।

ব্যাঙ বলল—"সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। জাদুশক্তি আছে আমার। চাইলেই তোমার চেহারা ধরতে পারি আমি। তোমার হয়ে আমি কাপড় কাচছি এখানে। সেই সুযোগে পালিয়ে যাও।"

ভারি আনন্দ হল মেয়েটার। আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারবে সে। ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে বাবার কোলে। তখনই তার মন বলল—'না, না, এটা হয় না।' মুখে বলল—"নাগো, তা হয় না। আমি যাব না।"

ব্যাঙ তো ভারি অবাক। আচ্ছা মেয়ে তো! বলল—"কেন? যাবে না কেন?"

"আমি চলে গেলে, তোমাকে খেয়ে ফেলবে শয়তান পাখিটা। আমার নিজের জন্য তোমার বিপদ কেন ডেকে আনব? সেটা ঠিক কাজ নয়।"

এমন কথা শুনে ভারি ভালো লাগল ব্যাঙের। সে বলল—"পাখির বিপদ আমি সামলে নেব। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। এখন সময় নেই, পালাও তাড়াতাড়ি।"

মেয়েটা ভারি খুশি। আদর করে হাতে তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমো দিল ব্যাঙটার কপালে। তখন চোখের পলক না পরতেই, মেয়েটার চেহারায় বদলে গেল ব্যাঙটা। তার হাত থেকে নিয়ে কাপড় কাচতে লেগে গেল। মুখে বলল—"তাড়াতাড়ি যেও গো, মেয়ে। দেরি কোরো না যেন।"

মেয়েটা হাত নেড়ে বলল—"ভালো থেকো বন্ধু। বিদায়।"

নদীর পাড় ছেড়ে, পাথর ডিঙোতে ডিঙোতে, ছুটতে লাগল মেয়েটা। যত জোর আছে তার শরীরে, সব এখন জড়ো হয়েছে তার সরু পা-দুটোতে।

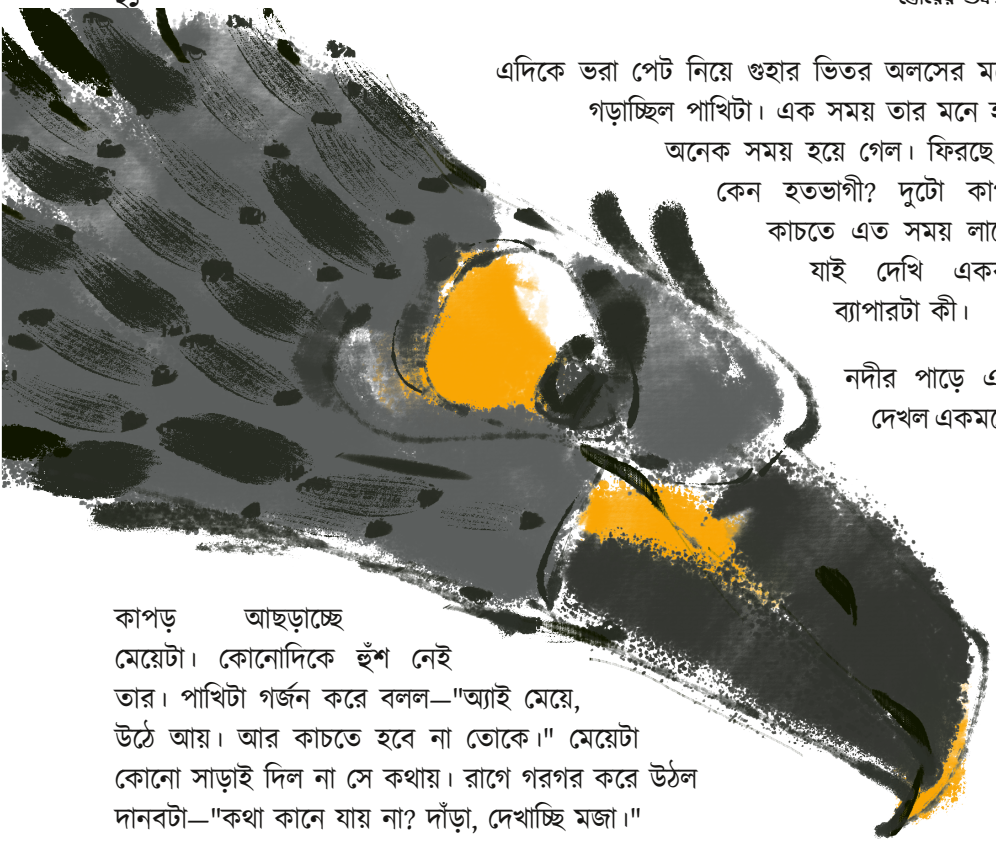

এদিকে ভরা পেট নিয়ে গুহার ভিতর অলসের মতো গড়াচ্ছিল পাখিটা। এক সময় তার মনে হল, অনেক সময় হয়ে গেল। ফিরছে না কেন হতভাগী? দুটো কাপড় কাচতে এত সময় লাগে? যাই দেখি একবার ব্যাপারটা কী।

নদীর পাড়ে এসে দেখল একমনে কাপড় আছড়াচ্ছে মেয়েটা। কোনোদিকে হুঁশ নেই তার। পাখিটা গর্জন করে বলল—"অ্যাই মেয়ে, উঠে আয়। আর কাচতে হবে না তোকে।" মেয়েটা কোনো সাড়াই দিল না সে কথায়। রাগে গরগর করে উঠল দানবটা—"কথা কানে যায় না? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা।"

যেই নীচে নেমে এসেছে সে, অমনি কাপড় ফেলে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ল মেয়েটা। পাখি তো বেদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রথমে। আরে, এটা কী হল? তারপর ভাবল, পড়ুক না জলে, উঠে তো আসতেই হবে। পালাবে কোথায়? তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল সে নদীর দিকে। টলটলে জল নদীর। তলার নুড়িটাও দেখা যায় যেন। পালাবার কোনো উপায় নেই।

হয়েছে কী, জলে ঝাঁপ দিয়েই নিজের চেহারায় ফিরে গেল ব্যাঙটা। সাঁতরে পালাতে লাগল নিজের বাড়ির দিকে। সেখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলে রয়েছে। পাখির তো এসব জানা নেই। সে ভাবল, মেয়েটা লুকিয়ে আছে কোনো পাথরের আড়ালে। কিন্তু ডাঙার জীব

জলের তলায় আর কতক্ষণ থাকবে? স্থির চোখে জলের দিকে চেয়ে বসে রইল সে।

ততক্ষণে ছুটতে ছুটতে একটু একটু করে নিজের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে মেয়েটা। আর জল কাটতে কাটতে ব্যাঙটাও চলেছে তার বাড়ির দিকে।

একসময় ব্যাঙ যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, সবাই খুব খুশি। সবাই ঘিরে ধরল তাকে। তার সামনের বেঢপ ডান পা-টা কোথায় উধাও! দুটো পা-ই সমান এখন। সবাই আনন্দে আটখানা। তার একটা ছোট্ট বোন ছিল, সে বলল—"পায়ের কথা ছাড়। কিন্তু তোর কপালে ওটা কী?"

সবাই তখন চেয়ে দেখল তার কপালের দিকে। ছোট্ট একটা মুক্তোদানার মতো কিছু জ্বলজ্বল করছে তার কপালে। যেন ঠিক ভোরবেলাকার শুকতারা।

ব্যাঙটা তো জানে না কিছু। সে অবাক হয়ে জলে ঝুঁকে পড়ল। ছায়া দেখল নিজের। সত্যি তো, একটা তারা জ্বলছে তার কপালে। অমনি তার মনে পড়ে গেল, যাবার আগে এখানেই তাকে চুমু খেয়েছিল দুখিনী মেয়েটা। তার কৃতজ্ঞতার চিহ্নই তারা হয়ে ফুটে আছে তার কপালে। আনন্দে বুক ভরে গেল তার।

অন্যের বিপদে উপকার করলে, এভাবেই তার ফল পাওয়া যায়।